73

দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৮ JUL 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

সূর্যসেন হলের ঘটনা সম্পর্কে ঢাকা ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল দখল-পাল্টা দখল সম্পর্কে শুক্রবার প্রকাশিত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেন। কিছু কিছু প্রতিবেদনে এমন কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যা সঠিক নয় এবং এর দ্বারা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে ২৪ জুলাই ভোরে একটি ছাত্র সংগঠনের একটি অংশ

(৪-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

সূর্যসেন হলের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সূর্যসেন হলে বলপূর্বক প্রবেশকরে সংগঠনের অপর অংশের কর্মীদের বের করে দিয়ে হল গেইটে তালা লাগিয়ে দেয়। এ খবর প্রচারিত হওয়ার পর পরই সংগঠনের অপর অংশ সংগঠিত হয়ে হলে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। এ খবর উপাচার্যের নিকট পৌছার পর পরই তিনি পুলিশ ও হল প্রশানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তখন হলের প্রভোষ্ট ও হাউজ টিউটরগণ পুলিশের সহায়তায় তালা ভেঙ্গে হলে প্রবেশ করে তল্লাশি চালান এবং দখলকারীদেরকে হল গেইটে নিয়ে আসেন। এ সময় সকালে উচ্ছেদকৃতরা পুণরায় হলে প্রবেশ করে এবং দখল গ্রহণকারী অংশের উপর আক্রমণ চালায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে এ সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। এ উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝে অপর একটি ছাত্র সংগঠন হলে পূর্বে অবস্থান গ্রহণকারীদের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় জড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তারা সূর্যসেন হলে অবস্থান নেয়।

এ খবর পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে উপাচার্য পুলিশকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং শেষোক্ত ছাত্র সংগ-ঠনকে উক্ত হলে উঠতে বাধা দান করতে নির্দেশ দেন। এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। এরপর উপাচার্য উভয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাক্রমে তাদের সাথে নিয়ে হলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে একটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ হলে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন উপাচার্য হলে গিয়ে হলের প্রভোষ্ট, হাউজ টিউটর ও পুলিশের সহায়তায় হলের সকল ছাত্রকে হল থেকে বের করে দেন এবং পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে ছাত্রদের হলে প্রবেশের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও তিনি সন্ধ্যার পর উভয় সংগঠনের নেতাদের সাথে তাঁর বাসভবনস্থ অফিসে পুনরায় আলোচনায় মিলিত হন। এ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সূর্যসেন হলে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নিশ্চিত করা হবে এবং বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে হলে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

উপাচার্যের উপস্থিতিতে বহিরাগত সন্ত্রাসী, পুলিশ ও হাউজ টিউটররা মিলে পরিয়পত্র পরীক্ষা করে ছাত্রদের হলে প্রবেশ করায় বলে কোন কোন রিপোর্টে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা আদৌ সঠিক নয়। উপাচার্যের উপস্থিতিতে প্রভোষ্ট ও হাউজ টিউটরগণই কেবল ছাত্রদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করেন। এ প্রক্রিয়ায় কিছুক্ষন পরে উপাচার্য সিন্ডিকেট সভায় যোগদানের জন্য তার বাসভবনস্থ অফিসে চলে আসেন। কোন অবস্থায়ই সন্ত্রাসী দ্বারা পরিচয়পত্র চেক করানো হয়নি এবং এ ব্যাপারে কোন তথ্য উপাচার্যের গোচরীভূত ছিল না।